১০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 1 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সরকারী উদ্যোগ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। একানব্বই সনেও এদেশে মধ্য পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ছিল একশতে ষাট। এখন তা চল্লিশে নেমেছে। ছাত্র ভর্তির হারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর বিদ্যালয় বয়েসী প্রায় পৌনে দু কোটি শিশুর মধ্যে দেড় কোটিরও বেশী, এক কোটি সাতান্ন লাখ, বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। আশা করা যায়, বিদ্যালয় বয়েসী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার লক্ষ্য অচিরেই বাস্তবায়িত হবে। পরিমাণগত এ সাফল্যকে গুণগত সাফল্যে উন্নীত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আশার কথা, সরকার এ ব্যাপারেও কার্যকর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন। যার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রতি থানায় একটি করে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

উন্নত পঠন-পাঠনের আদর্শ স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত এই বিদ্যালয়-গুলোতে প্রয়োজনীয় এবং উন্নত শিক্ষাউপকরণ ব্যবহৃত হবে। থাকবে শিক্ষকদের জন্যে চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি থানার প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্ধারিত পাঠকে আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে নানাধরনের শিক্ষাউপকরণের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি থানায় নির্বাচিত আদর্শ বা মডেল বিদ্যালয় এ দিক থেকে সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। দূর হবে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবহেলার অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের শহরে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ঘটার ফলে গ্রাম ও শহরের শিক্ষায় একটা বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ বৈষম্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। এ বৈষম্য দূর করার জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন অপরিহার্য। প্রতি থানার পর প্রতি ইউনিয়নে একটি করে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হলে এই অপরিহার্য দায়িত্বের বহুলাংশই পালিত হবে বলে আমরা মনে করি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পঠন-পাঠন উন্নয়নের মাধ্যমেই কেবল এ উদ্যোগে পূর্ণতা আসতে পারে। প্রতি থানায় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন লক্ষ্যের পথে বলিষ্ঠ এবং অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ সন্দেহ নাই।